দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা ভবনে চাপ দিয়ে অঙ্গীকার আদায়

কৌশলী তদন্তে দুর্নীতির দায় থেকে রক্ষা পেলেন তারা দু'জ

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ শিক্ষা ভবনের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আনীত দুর্নীতির কৌশলী তদন্ত অনুষ্ঠান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত দুই কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রক্ষা করেছেন উপ-সচিব মোঃ আলেফ উদ্দিন এমন অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ এনে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়্যুব কাদরীর নিকট একটি অভিযোগপত্র পেশ করেন গত ২১ মার্চ '০৭ তারিখে।

শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়্যুব কাদরী উক্ত দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোঃ আলেফ উদ্দিনকে নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশ মতে, উপ-সচিব গতকাল (বুধবার) সকাল ১১টায় মন্ত্রণালয়ে মোঃ রেজাউল করিম ও মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিককে ডেকে এনে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তদন্তের জন্য অভিযোগকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে পূর্বে কোন প্রকার অবগত করানোর পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে ডেকে এনে তাদের সাক্ষাৎ নেয়া হয়। যে ৩ জন শিক্ষক ঘুষের বিনিময়ে টাইম স্কেল পেয়েছেন বলে শিক্ষক সমিতির দুই নেতা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছিলেন সেই তিনজন শিক্ষককেও তদন্তের সময় হাজির করানো হয়েছিল পূর্বে তৈরী ঘুষ না দেয়ার অঙ্গীকারনামাসহ। তাই প্রশ্ন উঠেছে, তদন্তের জন্য অঙ্গীকারনামার প্রয়োজন কেন? তাদের সাক্ষ্য গ্রহণই যথেষ্ট ছিল না। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ সময় হাতে নিয়ে নানান চাপ সৃষ্টি এবং স্কুলের এমপিও বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে উক্ত ৩ শিক্ষকের নিকট থেকে অঙ্গীকারনামা আদায় করা হয়েছিল। শিক্ষা ভবন সূত্রে বলা হয়েছে, ঘুষ ছাড়া যে শিক্ষা ভবনে ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যায় না সেখানে ঘুষ ছাড়া শিক্ষকদের টাইম স্কেল প্রদানের প্রশ্নই উঠে না। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, তাদের উপস্থিতিতেই উক্ত তিন শিক্ষককে বড় অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে টাইম স্কেল দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘুষ না নিলে তাদের নিকট থেকে গোপনে চাপ প্রয়োগ করে অঙ্গীকারনামা নেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া তদন্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের পৃথক পৃথকভাবে ডেকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তা ছিল গোপন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের সামনাসামনি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাই ছিল যুক্তিযুক্ত। সূত্রমতে, তদন্তের ক্ষেত্রে উক্ত দুই শিক্ষা কর্মকর্তা এবং তদন্তকারী উপ-সচিবের মধ্যকার একটি গোপন সমঝোতার বিষয়টি তদন্ত অনুষ্ঠানের ধরন, অভিযোগকারীদের পূর্বে না জানানো এবং ঘুষ প্রদানকারী শিক্ষকদের নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ না করার অঙ্গীকারপত্র আদায় করার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া মাত্র একদিন পূর্বে শিক্ষা ভবনে হাতেনাতে ঘুষ গ্রহণের জন্য দু'জন কর্মচারীকে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করার বিষয় পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। সূত্রমতে, উক্ত দুই শিক্ষা কর্মকর্তার সম্পদের সঞ্চিত অর্থের হিসাব নিয়ে তাদের দুর্নীতির থলের বিড়াল বের হ আসবে। সূত্র আরো জানায়, উ পরিচালক রেজাউল করীম দীর্ঘ প্র একযুগ যাবৎ মাধ্যমিক শাখায় কিভা কেন বহাল তবিয়তে আছেন তারও ত প্রয়োজন।